দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অবশেষে ছাত্রদলের চাপের মুখে ইবিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ অবশেষে ছাত্রদলের চাপের মুখে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানু বাধ্য হয়েছেন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে। নতুন করে আরও ৮ জন শিক্ষক ও ৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগদানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এ ঘটনার পর ভিসির নানা অনিয়ম, দুর্নীতি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা ছাত্রদল কর্মীরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ব্যাংক শাখা থেকে বিক্রি করা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ফরম ছিনিয়ে নেয়। সম্প্রতি ১০ শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৬ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়, যাঁদের ২৩ জনই জামায়াতপন্থী বলে ছাত্রদল সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ক্ষোভের সঙ্গে জানায়। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ছাত্রদল ভিসির নানা দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে। এই সম্মেলনে ভিসিকে স্বাধীনতাবিরোধী, শহীদ মিনার ও মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য অবমাননাকারী ও ৭১ সালের বিশেষ বিতর্কিত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক তাকে 'বিতর্কিত' আখ্যা দিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন তার কুকর্মের ফিরিস্তি সাংবাদিকদের কাছে ব্যক্ত করেন। এদিকে ২৩ জন জামায়াতপন্থী শিক্ষক নিয়োগ ও ১০ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অতিরিক্ত ১৬ জন শিক্ষক নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ছাত্রদল তা বাতিলের দাবি জানায়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গ্রুপ শাপলা ফোরাম ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ এ নিয়োগের কঠোর সমালোচনা করেছে। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রীসহ আরও কয়েকটি সংগঠন এটিকে পুরোপুরি দলীয় নিয়োগ বলে অভিহিত করেছে। এই অবৈধ নিয়োগ বাতিল না করায় ছাত্রদল নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ছাত্রদল সভাপতি মমিনুর রহমান মমিন ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আল জাহান লিটন জানিয়েছেন, কোন অবৈধ কার্যকলাপের আশ্রয় নিলে পূর্বের উপাচার্যদের মতো অসম্মানের সাথে ভিসি বিদায়ের আয়োজন করা হবে।